উৎপল কুমার বসু

১০

বাঁশপাতা বাতাসে উড়ছে, আমিও উড়ছি, দেখি কে আগে পৌঁছায়
ঐ হঙ্কার কাছাকাছি,
আমি ফেলে এসেছি শহর, তার ভুলভ্রান্তি, বাজ্যপালের নিমন্ত্রণ
আর পৌরপিতাদের কেলেঙ্কারী,
আমি দৌড়াতে দৌড়াতে দেখে এসেছি বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে নামল ওষুধ
আর জাহাজবন্দরে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে চাল ও আকরিক লোহা
আমি এত দৌড়বাজ কী করে হলুম
এ-নিয়ে যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে
তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়াতেই
আমার যাবতীয় দক্ষতা—
স্কুল থেকে দৌড়, কলেজ থেকে, অফিস থেকে, হাসপাতাল থেকে।
গঙ্গাতীর ধরে দৌড়েছি বৃষ্টির মধ্যে,
ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেছি প্রায় সূর্যের কাছাকাছি,
ঐ হল্লার দিকে উড়ে যেতে যেতে দেখি
বাঁশপাতা পিছু নিয়েছে,
সে-ও উড়ছে— তবে তার কারণ আলাদা।

১৪

গ্রন্থ-অবমাননার রাত এসে গেল। যাদুপট বাতাসে দুলছে।
না হে না সাগরপাখি ও-সব আমার গ্রাহ্যেই আসে না—
তবু চাঁদ তার্কিক, প্রত্যেকের গায়ে পড়ে কথাকাটাকাটি করে।

কী হবে সৌন্দর্যবোধে যার খুঁটে দু-পয়সা গচ্ছিত নেই? ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে
মেয়েদের হাতছানি নেই? চোরাগোপ্তা বালকেরা
পুরুষের আবদারে জবানবন্দীর জন্য খ্যাত হয়ে নাই বা রইল—

মন সুখদুঃখের কথা ভাবে। এ-রকম পূর্ণিমায় হাবিলদারের সঙ্গে
দেখা হয়। সে আবার পরিচয়পত্রখানি দাবি করে, দেখে নেয়,
আমার মুখের সঙ্গে খাতায় ছবির কোনোও মিল নেই দেখে সে - হারামী আশ্বস্ত হয়েছে—
সুন্দরের পূজারী তুমি, তাই হেন ব্যত্যয় দেখছ— এই বলে আমি তার পিঠ চাপড়াই,
অনেকটা নৈকট্য বাড়ে, হাসিঠাট্টাও চলে, ইদানিং শুধু হাত নাড়ি,
ওতেই যা হবার তাই হয়ে থাকে, পাঁচিল টপকে যাই,

রোলকলে ফিরে আসি, ছ-টাক দুধ পাচ্ছি ফি-হহপ্তায়, কাঁড়া চাল, ছাঁট লেবু,
জানলায় বসন্তবাতাস, ঘরে জ্যোৎস্না, যাদুপট কর্তব্যে অস্থির,
বেশ আছি বাঞ্ছাহীন, বইগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে তরঙ্গে ফেলেছি।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘোরে ওড়ে লোডেড - পিস্তল

আমার অনেক দুঃখ এই কথা জেনে
বিশাখা সকালে আসে বিকেলেও আসে
কিন্তু তাকে কী করে বোঝাই
সমস্ত দুঃখের কারণ সে নিজে যুবতী বিশাখা
সে যখন একা ঘরে আসে
মেজোকাকা বারান্দায় ঘোরে
সে যদি আমাকে ডাকে তার একতলার ঘরে
জানালা খোলা, তাকাতে তাকাতে যায় পাড়ার দাদারা
বিশাখা হয়তো ভাবে কেমন দিলাম
আমি কিন্তু ভেতরে বাইরে পুড়ে ছাই হয়ে যাই।

আকাশ পাল্টে গেছে
উড়ন্ত ঘুড়িরা আর আকাশে ওড়ে না
শাঁখের আওয়াজ নেই সন্ধ্যা হলে অন্ধকার নামে
ব্রীজের এপারে ওপারে কতো লোডেড - পিস্তল
যে মাঠে ছেলেরা খেলতো আমরা খেলেছি
সেইখানে শালপাতা ভাঙা বোতলের কাঁচ
কিন্তু আমি কী করবো
অফিসের দরজারা বলেছে চেয়ার ভর্ত্তি হয়ে আছে।

জন সমুদ্রে আমার মতন কতো ভূত ঘোরে
তারা কেউ কেউ লোহা কাটে রাক্ষসের দাঁতে
কাজ সেরে পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি
আকাটের মতো আমি জল খাই ঘুরি
আমাদের অনেক দুঃখ এই কথা জেনে
বিশাখা সকালে আসে বিকেলেও আসে
তার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে
ভালো লাগে আজো আমি ক্লিষ্ট দেবদূত।

একটি সুঠাম মেঘ

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

একটি সুঠাম মেঘ ভেসে আসছে প্রচ্ছন্ন অতীতে,
একটি সুঠাম মেঘ ভেসে আসে ঘনকালো রাতে
তোমার মুখের মতো, তোমার মুখের মতো মনে হয়।

একটি সুঠাম মেঘে কি আশ্চর্য! জটিল বিস্ময়!
মুখের গড়ন ক্রমে পাল্টে যায়। শব্দহীন, স্থির
একটি সুঠাম মেঘে চমৎকার তোমার শরীর।

একটি সুঠাম মেঘ ভাঙে, গড়ে, সহসা বদলায়
মেঘের শরীরে তুমি ভর কর, মেঘ সরে যায়,
সরে যেতে যেতে দেখে নেয় সন্দেহের বশে

যেভাবে তুমিও দেখো, কখনও বা আড়ালে, সকালে
একটি সুঠাম মেঘ ক্রমশ আমার মতো হয়ে
কখনও বা ঘনরাতে তোমাকেও ভিজিয়ে বেড়ায়।

একটি সুঠাম মেঘে লেগে থাকে অলীক বিস্ময়...

গাধা

সমরজিৎ সিংহ

একটি গাধাকে বলি, শোন, মানুষের
চেয়ে ঢের ভাল সাপ। তাকেও বিশ্বাস
করা যায়। দুধ-কলা দিয়ে পোষা যায়।
মানুষ কখনো নয়। সে বড় মুখোশ
প্রিয়। ছলনানির্ভর। তন্তুজাল তার
আপাত নিস্পৃহ তবু দিগন্ত ছড়ানো।

বলি। শোন। সে কি শোনে? বলে, পিঠে আছে
ভার। সে বোঝা এখনো নামাতে পারিনি
গতজন্ম এই ভার পিঠের উপরে।
ভাবি, এখন নামাব। পারি না অসহ্য
মনে হয়। চিৎকার করি মাঝরাতে।
লোকে ভাবে, এই শিল্পি। অমর, মহৎ।

শ্রীজাত

দুই

এখনও কিছু কথার খেলা বাকি
এখনও কিছু আলাপ এলোমেলো
পালিয়েছিল ভাবনাপ্রিয় পাখি
শীতের শোকে আবার ফিরে এলো

ডানায় তার আলোয় পাওয়া জখম
পালকধুলো বিক্রি ক'রে যারা
কথার কথা হয়েছে কতরকম
তোমার কাছে আমার ভাবনারা

এখন কিছু সন্ধে কুয়াশায়
তারার মতো ফুটফুটে জোনাকি
চাইলে জেনো ফেরৎ পাওয়া যায়
শীতের শেষে ভাবনাপ্রিয় পাখি